উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

এবং

বিচারপতি জনাব এস এম কুদ্দুস জামান

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারি আপিলের এখতিয়ার)

ফৌজদারি আপীল নং :১২৩৭৪ /২০১৮
যে বিষয়ে:
একটি বিচারাধীন আপিলে জামিনের আবেদন।

এবং

পক্ষ সমূহ:

বেগম খালেদা জিয়া, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল (বিএসপি), বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

.........সাজাপ্রাপ্ত-অ্যাপিলেন্ট -আবেদনকারী।

- বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্য একজন

.... প্রতিবাদী -বিপক্ষগণ।

জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, জনাব জয়নাল আবেদীন,জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, জনাব এএম

মাহবুব উদ্দিন, আইনজীবী, জনাব কায়সার কামাল, আইনজীবী এবং জনাব মুহাম্মদ নওয়াজ জামির, আইনজীবী

.... সাজাপ্রাপ্ত অ্যাপিলেন্ট আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম , অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে

জনাব মমতাজ উদ্দিন ফকির, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, জনাব বিশ্বজিৎ

দেবনাথ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মিস ইয়াসমিন বেগম বিথি, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল..... রাষ্ট্র পক্ষে

জনাব মোঃ খুরশিদ আলম খান , আইনজীবী

.... দুদকের পক্ষে

আদেশের তারিখ: ৩১.৭.২০১৯

ইহা একটি বিচারাধীন আপিলে সাজাপ্রাপ্ত-আবেদনকারী বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদন।

সাজাপ্রাপ্ত-অ্যাপিলেন্ট-আবেদনকারীকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দশ লক্ষ টাকা জরিমানা সহ ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, অনাদায়ে আরও ৬ ছয় মাস কারাদন্ড ভোগ করতে হবে এবং বিতর্কিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

সংক্ষিপ্তভাবে, প্রসিকিউশনের মামলাটি হল,গত ০৮.০৮.২০১১ তারিখে তেজগাঁও থানার মামলা নং-১৫, তারিখ ০৮.০৮. ২০১১, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) এবং দণ্ডবিধির ধারা ১০৯ এর অধীনে দোষীসাব্যস্ত আপীলকারীসহ চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল। যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ২০০১-২০০৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর সময়কালে তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন, যার নাম ‘‘শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।’’ ১নং অভিযুক্ত এর বাসভবনের ঠিকানাটি ৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা-কে উক্ত ট্রাস্টের ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত-অ্যাপিলেন্ট-আবেদনকারী নিজেই উক্ত ট্রাস্টের প্রথম ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টি ছিলেন। দন্ডপ্রাপ্ত-অ্যাপিলেন্ট-আবেদনকারী একটি সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট নং-৩৪০৭৬১৬৫ খুলে ১৬.০১.২০০৫ তারিখে শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড,ধানমন্ডী শাখা হতে জারী করা পাঁচটি পে-অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত একাউন্টে মোট ১,৩৫,০০,০০০.০০টাকা জমা করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষে উল্লেখিত পে-অর্ডারগুলি মেট্রো মেকারস এণ্ড ডেভেলপার লিমিটেডের নির্দেশে জারি করা হয়েছিল। যাহোক অনুসন্ধানে মেট্রো মেকারস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এএফএম জাহাঙ্গীর, জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষে কোনও অর্থ প্রদান বা অনুদান দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে আমানত প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র-এর একান্ত সচিব জনাব মনিরুল ইসলাম, তার কোম্পানির নাম ব্যবহার করেছিলেন। উক্ত মনিরুল ইসলাম বলেছিলেন, জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জনাব আবুল হারিছ চৌধুরী তাকে এই টাকা দিয়েছিলেন। এছাড়াও ২৭,০০,০০০.০০, টাকাসহ বিভিন্ন অঙ্কের টাকা ১৮.০১.২০০৫ খ্রীঃ তারিখে এবং অন্যান্য বিভিন্ন তারিখে উক্ত ট্রাস্ট্রের অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের একান্ত সচিব মো: জিয়াউল ইসলাম জমা দেন। উক্ত জিয়াউল ইসলাম জানিয়েছিলেন যে, জনাব আবুল হারিছ চৌধুরী তাকে এই টাকা দিয়েছেন, এবং তার নির্দেশে তিনি ট্রাস অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা দিয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ১৩.০১.২০০৫ এবং ১৯.০১.২০০৫ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ৬,১৮,৮৯,৫২৯.০০,টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।বিএনপির এবং একই ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। কোনও দাতব্য কাজে ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও অর্থ ব্যয় করা হয়নি বরং ট্রাস্টের ছদ্মবেশে অভিযুক্ত নং-১ মিসেস সুরিয়া খানের কাছ থেকে ৬,৫২,০৭,০০০.০০ টাকা আদায় করে কাকরাইলে ৪২ কাঠা জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন, এবং দলিল নং -৪০৪/২০০৫, তারিখ ১৯.০১.২০০৫, যা সূত্রাপুর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। বিএনপির বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থ ছাড়াও, ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অন্যান্য তহবিলের বৈধ কোনো উৎস ছিল না, কারন আপিলকারী-আবেদনকারী অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অপরাধ করেছেন ।

জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন, বিজ্ঞ আইনজীবী, পেশ করেন যে, ফৌজদারি আপিলের ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জামিন বিবেচনায় আদালতকে অপরাধের গুরুত্ব, সাজার পরিমাণ এবং জামিন সুযোগের অপব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। আপিলকারীকে ৭ (সাত) বছরের সাজা এবং জরিমানা প্রদান করা হয়েছে, যা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫ (২) এর অধীনে সর্বোচ্চ সাজা। ফলে সাজা আরও বাড়ানোর সুযোগ নেই। ইতোমধ্যে, আপীলকারী প্রায় দুই বছর সাজা ভোগ করেছেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গে, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আপীলকারীর জামিনের প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জয়নুল আবেদীন আপিলকারীর পক্ষে পেশ করেন যে, এই মামলার অভিযোগ ত্রুটিযুক্ত এবং আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার এবং প্রদত্ত সাজা ন্যায়সঙ্গত করার জন্য পর্যাপ্ত

প্রমাণ নথিতে ছিল না।আপীলকারী একজন বয়স্ক মহিলা, যার বয়স ৭৪ বছর এবং তিনি বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে ভুগছেন এবং বর্তমানে তিনি একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আপীলকারী এ দেশের তিন বারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতাও ছিলেন । তাই জামিন পেলে তিনি পালিয়ে যাবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

জনাব মাহবুবে আলম, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল পেশ করেন যে, পূর্ণ বিচারের পর একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত দোষীসাব্যস্ত রায় এবং সাজার আদেশে কোন দূর্বলতা নেই এবং আপীলকারী নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতিটি সুযোগ ছিল। যেহেতু এই আপিলের উভয় পক্ষই উক্ত আপিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখন ভালভাবে অবগত, তাই আমরা আপিলের দ্রুত শুনানি নিশ্চিত করতে পারি। আপীলকারী একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কোনোরূপ দুর্বলতা ছাড়াই আইনী প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা প্রদান করা হয়েছে এবং এই আপিলের ক্ষেত্রে তাঁর হাজতবাস হওয়ায়, তাঁকে এই সময়ে জামিন দেওয়া যাবে না।

দুদকের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ খুরশীদ আলম খান, পেশ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই মামলার প্রতিটি পর্যায়ে আসামীপক্ষ এই আদালতের পাশাপাশি আপিল বিভাগের সামনে অভিযোগ সহ মামলার সকল কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তা সঠিক এবং বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। তাই এই পর্যায়ে অভিযোগ বা কার্যধারার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক করার সুযোগ নেই। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও পেশ করেন যে,যথেষ্ট সময় নিয়ে পূর্ণ বিচারের পরে আপীলকারীকে একটি উপযুক্ত আদালত দোষী সাব্যস্ত করে, সাজা প্রদান করেছেন এবং বিচার চলাকালীন সময় আপীলকারী জামিনে ছিলেন। তর্কিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত ও সাজার আদেশের ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোন দুর্বলতা নেই। এই মামলার আপীলকারীর হাজতবাস খুব কম। যেহেতু তিনি এই দেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, আদালতকে তাঁর জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় নমনীয় নয় বরং একটি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। বিজ্ঞ আইনজীবী জামিনের আবেদন না-মঞ্জুরের জন্য প্রার্থনা করেন।

উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শুনেছি এবং নথিতে থাকা বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে।

নথিদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে যে, এই মামলার কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে অভিযোগ গঠনের বৈধতাকে এই আদালতের পাশাপাশি আপীল বিভাগে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং সেগুলি ক্রটিহীন এবং আইনসম্মত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমরা দোষী সাব্যস্ত ও সাজার তর্কিত রায় ও আদেশের পর্যালোচনা করেছি, কিন্তু তাতে কোন দৃশ্যমান বা সুস্পষ্ট দুর্বলতা লক্ষ্য করিনি।

দেশের প্রাক্তন-প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে কম নন এমন একজন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক আদালত সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় সর্বোচ্চ সাজা দিয়েছেন।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এই আপিলের দ্রুত শুনানির জন্য তাঁর প্রস্তুতির বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। কারণ, অন মেরিট আপিল শুনানির বিলম্বের কোনও সম্ভাবনা নেই।

উপরে উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আমরা এই সময়ে আপিলকারীর জামিন মঞ্জুর করার জন্য যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাই না। ফলে, জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো ।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।